কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 24 JAN 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৫ ... কলাম ... ১-৬ ...

'পরিত্যক্ত' ছাত্রাবাসে ৮০ শিক্ষার্থীর জীবন ঝুঁকিতে

আজিম হোসেন, বরিশাল ▷

বরিশাল সরকারি বিএম কলেজের ইংরেজি বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র বাবুল দত্ত। কলেজের উন্নত চার ছাত্রাবাসে সিট না পেয়ে বাধ্য হয়েই 'পরিত্যক্ত' ঘোষিত ঝুঁকিপূর্ণ সুরেন্দ্রভবন ছাত্রাবাসে আশ্রয় নিয়েছেন। দুই বছর ধরে মৃত্যু ঝুঁকি নিয়ে পড়াশোনা চালাচ্ছেন। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে শরীরের ওপর থেকে সিমেন্ট, পাথর আর বালুর আস্তর সরাতে হয়। কোনো কোনো মাঝরাতে ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠতে হয়েছে ছাদের পলেস্তারা ধসে পড়ার কারণে। উচ্চশিক্ষা লাভের আশায় বছরে দুই হাজার টাকা সেশন ফি দিয়েও থাকতে হচ্ছে পরিত্যক্ত ভবনে।

কলেজের আরেক শিক্ষার্থী সমাজকল্যাণ বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের তানিয়া আক্তার। প্রায়ই রাত জাগতে হয় বিধায় ক্লাসে বিলম্ব হয়। তাঁর এ রাত জাগা কেবল পড়াশোনার জন্য নয়। ঘুমিয়ে পড়লে দেয়াল ধসে পড়বে এমন আশঙ্কায় ঘুম তাঁর আর হয়ে ওঠে না। তিনি কলেজের ঝুঁকিপূর্ণ নিপেন্দ্রভবন ছাত্রাবাসে থাকেন। বেশ কয়েক দফা ছাত্রাবাসের দেয়ালের আস্তর ধসে পড়ায় আতঙ্কে দিন কাটছে তাঁর। বরগুনার মেয়ে তানিয়ার বরিশালে থাকার জায়গা না থাকায় উচ্চ শিক্ষার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাঁকে এখানেই থাকতে হচ্ছে।

বরিশাল সরকারি বিএম কলেজ

কেবল বাবুল আর তানিয়াই নন, বিএম কলেজের উন্নত চারটি ছাত্রাবাসে স্থান সংকুলান না হওয়ায় এ রকম ৮০ জন শিক্ষার্থীকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বসবাস অনুপযোগী এ দুটি ছাত্রাবাসে থাকতে হচ্ছে। প্রায় শত বছরের পুরনো ছাত্রাবাস দুটিকে অনেক আগেই বসবাস অনুপযোগী ঘোষণা করেছিল শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর। পরে কলেজ কর্তৃপক্ষ কিছুদিনের জন্য এখানে শিক্ষার্থী থাকা বন্ধ রাখে। তিন বছর আগে আবার শিক্ষার্থীদের থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। জানা গেছে, শিক্ষার্থীদের থাকা বন্ধ রাখার পর স্থানীয় একটি চক্র এ দুটি ছাত্রাবাস দখলে নিয়ে নেয়। পরে কলেজ কর্তৃপক্ষ আবার ছাত্রাবাস দখলে নিতে শিক্ষার্থীদের ওই দুটি ছাত্রাবাসে উঠিয়ে দেয়। এ নিয়ে এখনো উচ্চ আদালতে মামলা চলছে।

বরিশাল শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী আবুল বাশার বলেন, বসবাস অনুপযোগী হওয়ায় অনেক আগেই বিএম কলেজের দুটি ছাত্রাবাস নিপেন্দ্রভবন ও সুরেন্দ্রভবন ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করা হয়েছিল। এরপর শুনেছি কর্তৃপক্ষ সংস্কার করে সেখানে শিক্ষার্থীদের বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

নিপেন্দ্রভবন ছাত্রাবাসের সুপার মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, নিপেন্দ্রভবন ছাত্রীনিবাস থাকার জন্য উপযোগী নয়। অন্য হলে সিট না পাওয়ায় এখানে ১০ জন ছাত্রী থাকছেন। এ ছাড়া এ ছাত্রীনিবাসের জমি নিয়ে মামলা চলায় এখানে শিক্ষার্থীদের রেখে জমি দখলে রাখারও একটা কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে।

সুরেন্দ্রভবন ছাত্রাবাসের সুপার মো. জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, বহু বছরের পুরনো বিধায় মাঝে মাঝেই ছাত্রাবাসের দেয়ালের আস্তর ও ছাদের পলেস্তারা ধসে পড়ছে। ছাত্রাবাসটি বর্তমানে একেবারেই বসবাস অনুপযোগী। অন্যত্র স্থান সংকুলান না হওয়ায় শিক্ষার্থীরা এখানে ঝুঁকি নিয়ে অবস্থান করছে।

ছাত্রাবাসে বসবাসরত শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রতিবছর দুই হাজার টাকা করে সেশন ফি নেওয়া হচ্ছে বিষয়টি স্বীকার করে তিনি বলেন, এখানে কর্মরত কর্মচারী ও বাবুর্চিদের বিল এবং সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়ার জন্যই এ টাকা নেওয়া হচ্ছে।

কলেজ অধ্যক্ষ অধ্যাপক ফজলুল হক বলেন, নিপেন্দ্র ও সুরেন্দ্রভবন ছাত্রাবাস বহুদিনের পুরনো। শিক্ষার্থীদের থাকার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করা হলেও পরে থাকার উপযোগী কিছু সংস্কার কাজ করা হয়েছে। বাকি উন্নত চারটি ছাত্রাবাসে আসন খালি না থাকায় এখানে কিছু শিক্ষার্থীর থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নতুন দুটি ছাত্রাবাসের বরাদ্দ হয়েছে। সেগুলোর কাজ সম্পন্ন হলে এ দুটি ছাত্রাবাস বন্ধ করে দেওয়া হবে। তিনি বলেন, যেহেতু শিক্ষার্থীরা এখানে থাকছেন, সেহেতু তাঁদের সেশন ফি দিতেই হবে। আর ওই সেশন ফি সরকারি কোষাগারে জমা না দিলে তার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষকে জবাবদিহি করতে হয়।